গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
মতামত অনুবিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগস্ট, ২০২০ খ্রিঃ এর মাসিক সভার কার্যবিবরণীঃ

সভার তারিখ	:	২৭ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ
সময়	:	১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৭২৭ নং কক্ষ), আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি	:	উম্মে কুলসুম যুগ্ম সচিব (মতামত) ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ কমিটি।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি জানান যে, আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের খসড়া কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে APMAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত মূল্যায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ন্তভূক্ত নিম্নলিখিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

আলোচ্যসূচী ১: পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিদ্ধান্ত-১	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া ২০২০-২১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত-২	নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনলাইন/অফলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	বিচারক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনলাইন/অফলাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিচার শাখা-৮ কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত-৩	বিভিন্ন জেলায় লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ইতোমধ্যে ৩ টি জেলার লিগ্যাল এইড কার্যক্রম অনলাইনে পরিবীক্ষণ করেছেন।

সিদ্ধান্ত-৪	জরুরী ভিত্তিতে জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, সহায়ক কর্মচারী ও দলিল লিখক-দের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।	প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলোচ্যসূচী ২: বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সভাপতি মহোদায় জানান যে, বিচার কার্যে সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মকর্তা/কর্মচারী. পাবলিক প্রসিকিউটরগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। অফলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভবপর না হলে তিনি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে জানান যে, জুম মিটিং ক্লাউড এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমাদের প্রশিক্ষণের টার্গেট পূরণ করা সম্ভব। গত জুলাই মাসে ভার্চুয়াল কোর্ট সংক্রান্তে জি.আই.জেড প্রজেক্ট এর আওতায় সারা দেশের আইনজীবীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছে এবং চার হাজারের অধিক আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটর, সরকারী কৌশলী ও লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবীগণকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচী ৩: বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রতিনিধি বেগম মাসুদা ইয়াসমিন (সহকারী পরিচালক) জানান যে, কভিড-১৯ পরিস্থিতি জনিত কারণে প্রি-ট্রায়াল মেডিয়েশন করার হার কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মহামারী অবস্থায়ও হটলাইনের মাধ্যমে আইনি সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে, তাছাড়া কারাবন্দীদের আইনীসেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি মহোদয় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং জেলা গুলোতে সরকারের আইনি সেবা প্রদানের বিষয়ে জোর প্রচারনার উপর তাগিদ দেন। তাছাড়া, আইনী সেবা প্রত্যাশী শিশু বিচারপ্রার্থীদের পরিসংখ্যান পৃথকভাবে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচী ৪: ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্তঃ

সভাপতি মহোদয় জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনায় ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শন করতঃ বিদ্যমান অনিয়ম চিহ্নিত করার উপর জোর তাগিদ দেন। নিবন্ধন অধিদপ্তর হতে আগত প্রতিনিধি আইআরও জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন জানান যে, ৭ টা বিভাগের জন্য ৭ জন আইআরও দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে। তাদের কাজই হলো জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সমূহ পরিদর্শন করা। তবে অধিদপ্তরে কাজের ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় পরিদর্শন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দর্শনীয় স্থানে জনগনের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদিসহ সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া ২০২০-২১ দপ্তর সংস্থা সমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-২: বিভিন্ন জেলায় লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত-৩: জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

9/10/2020

উম্মে কুলসুম
যুগ্ম সচিব (মতামত)
ও
ফোকাল পয়েন্ট
এপিএ কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

নং-

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১/২), আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (মতামত), আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪। পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
৫। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৬। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, আইন ও বিচার বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অফিস কপি